দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৩

## নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটে সন্তুর আপত্তি

# দু'দফা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা ভণ্ডুল

**রাঙ্গামাটি জেলা সংবাদদাতা ঃ** স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র ইস্যুর ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমার আপত্তির মুখে '৯৮ সাল থেকে জেলার ৩শ' ৯১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১শ' ৭৪ জন শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না।

এ ঘটনায় জেলা পরিষদ '৯৮ সালে এবং গত সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বার শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলেও সন্তু লারমার আপত্তির কারণে তা বাতিল হয়ে গেছে।

জেলা পরিষদের একটি সূত্র জানিয়েছে, তিন পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক অথবা সার্কেল চীফদের কাছ থেকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র গ্রহণ করে জেলার যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সে মতে জেলা পরিষদ দু'বারই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদেরকে আবেদনপত্রের সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দার সপক্ষে জেলা প্রশাসক অথবা সার্কেল চীফের পক্ষ থেকে সনদপত্র সংযুক্ত করার শর্ত জুড়ে দিলে তাতে জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা আপত্তি তুলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। সন্তু লারমার আপত্তি ছিল, চুক্তি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে সার্কেল চীফের দেয়া স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র কার্যকর হবে, জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে নেয়া স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র কার্যকর হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের মাঝে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সাবেক আওয়ামী সরকারের শেষদিকে পার্বত্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত এক আদেশে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও সার্কেল চীফ উভয়কে ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়।

এমতাবস্থায় এ বছরের প্রথম দিকে বর্তমান সরকারের আমলেও পার্বত্য মন্ত্রণালয় হতে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আবারও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

কিন্তু জনসংহতি সমিতির ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এটিও মেনে নিতে পারছে না।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হাজার হাজার বাংলাভাষী যুবক-যুবতী বেকার দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ আছে, পার্বত্য চুক্তির পর থেকে মুষ্টিমেয় কিছু কিছু বাংলাভাষী মানুষ চাকমা রাজার নিকট থেকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র নিতে সক্ষম হলেও বিপুলসংখ্যক বাংলাভাষী মানুষ চাকমা রাজার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না। জেলা পরিষদের দায়িত্বশীল সূত্রটি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তিন পার্বত্য জেলার সকল প্রতিষ্ঠান ও বিভাগই পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের সপক্ষে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র গ্রহণ না করে কেবল সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র বিবেচনা না করা পর্যন্ত যে কোন ধরনের নিয়োগদান বন্ধ করার জন্য (সন্তু লারমা) যে পত্র পাঠিয়েছেন, তা জেলা পরিষদ পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেনে নিতে পারেন না বলে জানানো হয়।